দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 4 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ......

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট গতকাল (রোববার) ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার অফিসে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে কমিটি সদস্যবৃন্দ তাদের প্রণীত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ নীতিমালা ২০০৯-এর প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির খসড়া নীতিমালা পেশ

এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করুন -প্রধানমন্ত্রী

রিয়াজ চৌধুরী : নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির খসড়া নীতিমালা হস্তান্তর করা হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গতকাল (রোববার) সচিবালয়ে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে নীতিমালার খসড়া প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষার নির্দেশ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রতিবেদনের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীতিমালা চূড়ান্ত করবে। চূড়ান্ত নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। নতুন এমপিওভুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ কথা জানা গেছে। নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত কাজ করার নির্দেশনা রয়েছে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে এ সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই

পৃঃ ১২ কঃ ৭

এমপিওভুক্তির খসড়া নীতিমালা পেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্তির জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এ টাকা দিয়ে সর্বোচ্চ ৯শ' প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা যাবে। জানা গেছে, নতুন নীতিমালার খসড়াগুলো হয়েছে, এমপিওভুক্তি হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। যেসব এলাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে একীভূত করা হবে। শিক্ষার্থী সংখ্যা, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা হবে। এছাড়া ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো শিথিল করা হয়েছে। সুপারিশমালায় শিক্ষক-কর্মচারী বৃদ্ধি, মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, অভিজ্ঞতা যাচাই করে পদোন্নতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

গত বছরের ১১ জুন কমিটি গঠনের পর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন শেষ হবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কমিটি কাজ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে এমপিওভুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সদস্য জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, বিভিন্ন ছুটির কারণে সভা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এ বিষয়টি খুবই জটিল। আর্থিক সামর্থ্য, বাস্তবতা সবকিছু মেনেই এ বিষয়ে কাজ করতে হয়েছে। তাই একটু দেরি হয়ে গেলেও খসড়া নীতিমালা জমা দেয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব তা চূড়ান্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাও রয়েছে। তিনি জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য পূর্বে যে নীতিমালা ছিল তাতে ভুলত্রুটি ছিল অনেক। নীতিমালার সুপারিশে এগুলো সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে।

জানা যায়, গত ১১ জুন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, প্রিন্সিপাল শাহ আলম এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ,, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মাইনুদ্দীন খন্দকার এবং সদস্য সচিব বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক আহসান আব্দুল্লাহ।

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল (রোববার) দুপুরে সচিবালয়ে তার কক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণকালে তিনি এ কথা বলেন। কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ তার হাতে রিপোর্টটি তুলে দেন। এ সময় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন এমপি, শাহ আলম এমপি এবং ড. কাজী ফারুক আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্ট গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার ভকেশনাল ট্রেনিং এবং টেকনিক্যাল শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হওয়া উচিত। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ এবং শিক্ষাই হচ্ছে একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিক্ষিতের হার ৪৫ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা খাতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ায় দেশে শিক্ষিতের হার কমে আসে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার সরকার শিক্ষা প্রসারে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপদেষ্টা প্রফেসর আলাউদ্দিন আহমেদ ২০০১ সালে ১৮ জুলাই এবং ২০০৩-এর ২৮ অক্টোবর যেসকল সরকারী চাকরিজীবীকে হয়রানি করা হয়েছে তাদের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীকে দেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।